

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ীতে প্রবাসী স্বামীর ২০ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পরকিয়া প্রেমিকের হাত ধরে সানজানা আক্তার (২০) নামের এক গৃহবধু পালিয়েছে। গত ৭ এপ্রিল ২০২৫ ইং এ ঘটনা ঘটে। জানাগেছে, মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার বজ্রযোগনি ইউনিয়নের রামশিং গ্রামের হারুন মোল্লার মেয়ে সানজানা আক্তার টঙ্গীবাড়ির সোনারং টঙ্গীবাড়ি ইউনিয়নের নাটেশ্বর গ্রামে নানা শাহজাহান শেখ এর বাড়িতেই থাকতেন সেখানেকের বেড়ে উঠা। একই গ্রামের ছোরহাব শেখ এর ছেলে সোহাগ শেখ (২৫) এর সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সোহাগ ইরাক চলে গেলে সানজানা সোহাগ কে বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। সোহাগ তার বাবা মা কে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে দুই পরিবারের সম্মতিতে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের কাবিন হয়। কিছু দিন গেলে সোহাগ মা বাবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে অর্জিত সকল টাকা স্ত্রী সানজানা ও শশুর বাড়ির লোকজন এর কাছে পাঠাতে শুরু করেন।

চলতে থাকে যোগাযোগ গত পহেলা এপ্রিল ২০২৫ইং হতে সানজানা সোহাগের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। পরে ১৪ এপ্রিল সোহাগের শাশুড়ী সোহাগের মা বাবা কে ফোন দিয়ে বলেন সানজানা কে কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা। এই খবর শুনে সোহাগের বাবা সানজানাদের বাসায় খোজ নিয়ে জানতে পারেন সানজানা অন্য একটি ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। শাশুড়ী শাহানা বেগম স্বীকার করেন সানজানা রামশিং গ্রামের নিবির নামের এক ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে সানজানার স্বামী ইরাক প্রবাসী সোহাগ শেখ মোবাইল ফোনে বলেন, সানজানার সাথে আমার ৮ বছরের প্রেমের সম্পর্ক। আমি ইরাক আসার পর থেকেই আমার স্ত্রীর আমার বাবা মা আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে বলে। টাকা পয়সা সব তার কাছে পাঠাতে বলে। আমি তার প্রেমে এতটাই আসক্ত ছিলাম আমার উপার্জিত প্রায় ২০ লাখ টাকা সব তার কাছেই পাঠাই। এছাড়াও কাউকে না জানিয়ে ২ ভরি স্বর্ণালংকার এবং মোবাইল কিনে দেই। আমার নানা শশুর শাহজাহান শেখ, মামা শশুর শাকিল, খালা শাশুড়ী শম্পা, পাখি, মুক্তা, আমার স্ত্রীর বোন সামান্তা, শাশুড়ী শাহানা বেগম আমার কাছ থেকে বিকাশ, জনতা ব্যাংক, পুবালি ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংকের মাধ্যমে আমার থেকে টাকা নিয়েছেন আমিও আমার স্ত্রীর কথা চিন্তা করে দিয়েছি। এসময় তিনি আরো বলেন, আমি সানজানার সাথে ৮ বছর ধরে প্রেম করেছি সে আগেও আমাকে ফুসলিয়ে অনেক টাকা নিয়েছে।